সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 5 | No. 2 | 1961

Check for updates

‘গোরক্ষ বিজয়ে’ কবি ফয়জুল্লার ভণিতা

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আলী আহমদ
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.5
Pages	149-162
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'গোরক্ষ বিজয়ে' কবি ফয়জুল্লার ভণিতা

Check for updates

আলী আহ্‌মদ

বর্তমানে একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে। গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লা কি উপাধি ধারণ করিতেন ? তিনি মীর ছিলেন না শেখ ছিলেন ? আমরা এই বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আমি আমার সংগৃহীত 'গোরক্ষ বিজয়ে'র ভণিতাগুলি ও সাহিত্যবিশারদ সাহেব তাঁহার 'গোরক্ষ বিজয়ে'র ভূমিকায় যে ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আশা রাখি। এ সমস্যা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন আমার সংগৃহীত পুঁথিগুলির ভণিতা ও আমার ধারণা হয়ত তাঁহাদিগের এ সমস্যা-সমাধানে আংশিক সাহায্য হইতে পারে। সেইজন্যই একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। আমার সংগৃহীত 'গোরক্ষ বিজয়ে'র পুঁথিগুলি হইতে ভণিতা এবং যে স্থানে-ভণিতা প্রদত্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল, এ রূপ স্থানগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

৬৫ নং পুঁথি

(ক)

মন দিয়া স্থন মির ফযুল্লার বাণি।
গোর্খের বিজএ কথা তন্ত্রের কাহিনী॥
মাতা পিতা পির গুরু এক মনে মানি।
স্থনিয়া রচিল যোগ তন্ত্রের কাহিনী॥
লেখিত পাপিষ্ট কহে স্থন সভাভরি।
গোর্খের বিজএ কথা কি লেখিতে পারি॥
পরুয়ার ঠাই কহি বিনএ বচন।
স্থসার করিবা স্থনি অশুদ্ধ লিখন॥
পড়ুয়া পণ্ডিত তুমি জ্ঞানবন্ত য়তি।
স্থচরিতে লিখিবার কি মর শকতি॥
লেখিত পাপিষ্ট মতি কি লেখিতে জানি।
মন দিয়া স্থন মির ফযুল্লার বাণি॥

১ক পৃঃ

(খ)

গোর্খের বিজএ বাণি কি লেখিতে আমি জানি।
রচিয়াছে মির ফয়ুল্লা।
এ মির ফয়ুল্লার বাণি রচিয়াছে জোগধানি
এক মনে সুনিয়া শ্রবনে॥
৫।খ পৃঃ

(গ)

লিখীত পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে পারি য়তি
গোর্খের বিজএ য়াদিয়ন্ত।
গোর্খের বিজএ বাণি রছিআছে জোগাধনি
এক মনে সুনিবা শ্রবনে॥
১৭খ পৃঃ

(ঘ)

কিবা কহে পুনি পুনি কোন মতে শব্দ শুনি
কেম(ন) নাটোয়া নহে জানি।
গোর্খের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগধানি
এক মনে সুনিবা শ্রবনে॥
১৮।ক পৃঃ

৮৩ নং পুঁথির ভণিতা

(ক)

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ নবি।
প্রথমে প্রণাম করি নৈরাকার সাই।
তোমি বিনে উদ্ধারিতে য়ার কেহ নাই॥
মন দিয়া সুন মির ফয়ুল্লার বাণি।
রছিয়াছে গ্রোক্ষনাতে(র) বিজয় কাইনি।।
মাতাপিতা পির ওস্তাদ একমনে মানি।
সুনিয়া রছিল জোগতন্ত্রের কাহিনী॥
লেখিত পাপিষ্ট কএ সুন সভাভরি।
গ্রোক্ষের বিজএ কথা কি লিখিতে পারি।।
১।ক পৃঃ

(খ)

লেখিত পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে পারি য়তি
সভাভরি য়ামার চালাম ।।
গ্রোক্ষের বিজএ বাণি কি লিখিতে জানি য়ামি
রছিয়াছে মির ফযুল্লা।
এই মির ফযুল্লার বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধনি
একমনে সোনিবা স্রবনে ।।

৬।ক পৃ:

(গ)

সুন সুন যুগিবর কই তোমার পাস।
লনির সরির তোমার হইব বিনাস।।
আমার বচন ধর চল মোর ঘর।
নিশ্চিন্তে থাকিবা তোমি কার নাই ডর।।
মন দিয়া সুন মির ফযুল্লার বাণি।
রছিয়াছে গ্রোক্ষনাতে(র) বিজএ কাইনি।।

১২।খ পৃ:

(ঘ)

লেখিত পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে পারি য়তি
গ্রোক্ষনাথের বিজএ কাহিনী ।।
গ্রোক্ষের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধনি
একমনে সুনিবা স্রবনে।
গ্রোক্ষনাথে বোলে পুনি সোন বাপু রাজদ্ধানি
য়ামি সির্স্বে বুজাই তোমারে ।।

১৭।খ পৃ:

(ঙ)

গ্রোক্ষনাথের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধানি
একমনে সুনিবা স্রবনে ।।

১৮।ক-খ পৃ:

(চ)

য়ামি কই তত্ত বাণি চাহ তুমি মনে গুনি
জদি থাকে জীবনে আশ ।।

উলটিয়া জোগধর আপনাকে দারকর
গুরুর বাইক্ষ করএ পালন।
মনে ভাব গুরুজন ত্রিপিনেতে দেহ স্থান
মূলে ঘরে বরিতে কারন॥
গোক্ষের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধানি
একমনে স্থনিবা শ্রবন॥
জমক ছন্দ—গ্রোক্ষের বচন স্থান ঈশ্বর মিনাই।
সন্তদিয়া সির্স্ব প্রতি কইল বুঝাই॥
ভালা কথা কইয়াছ স্থন হে গ্রোক্ষাই।
আর সাধিতে জোগ গাএ বল নাই॥

২৪।ক পৃঃ

(ছ)

কএ মির ফযুল্লাএ বোজ মন পাজি।
স্তিরি মাএয়া বিসম মাএ (য়া) মিথ্যা ধন্দবাজি॥

২৯।ক পৃঃ

২৩৮ নং পুঁথির ভণিতা

(ক)

কহে সেখ ফযুল্লাএ বিচারিয়া পাজি।
ত্রিরির বিসম মাএয়া জেন হাইস্ব বাজি॥

২৫।খ ও ২৬।ক পৃঃ

(খ)

আমি কহি এহি বাণি চাহ তুমি মনে গুণি
জদি থাকে জীবন হবিলাস॥
উলটিয়া জোগধর আপোনা সোঁরণ কর
জ্ঞান কথা কর সোঁয়রণ॥
উলটিয়া কর ভাবন ত্রিপিনিতে দেও মন
মূলে জের ভরিতে কারণ॥
পয়ার খর্প ছন্দ—গ্রোক্ষের বচন স্থনি ঈশ্বর মিনাই।
সন্তদিয়া সিস্ব প্রতি কৈলা বুজাই॥
ভাল কহ আএ বাপু জোতি গোরকাই।
উলটিয়া সাধিতে জোগ গাএ বল নাই॥

২১।ক ও খ পৃঃ

৩০৯ নং পুঁথির ভণিতা

(ক)

প্রথমে প্রণাম করি নৈরাকার চাই (সাই)।
তুমি বিনে ত্রিজগতে উদ্ধারিতে নাই॥
মন দিয়া সোন মির ফযুল্লার বাণি।
রচিল গোর্খের বিজএ তন্ত্রের কাহিনী॥
মাতা পিতা পির গুরু একমনে মানি।
স্থনিয়া রচিল জোগতন্ত্রের কাহিনী॥
লিখিত্ত পাপিষ্টে কহে স্থন সভাভরি।
গোর্খের বিজএ কথা কি লিখিতে পারি॥
পড়ুয়ার ঠাই কহি বিনএ বচন।
স্থসার করিবা পুনি অশুদ্ধ লিখন॥
পড়ুয়া পণ্ডিত তুমি জ্ঞানবন্ত য়তি।
স্থচরিতে লিখিবার কি মোর শকতি॥
লিখিতে পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে জানি।
মন দিয়া সোন মির ফযুল্লার বাণি॥

১ক পৃঃ —আরম্ভ

(খ)

উপজিল কন্যা এক পরম স্থন্দরী।
চারি জোগ নবিন তাহান নাম গরি।
মন দিয়া সোন মির ফযুল্লার বাণি।
গোর্খের বিজএ কথা তন্ত্রের কাহিনী।

১খ পৃঃ

(গ)

আমি কই তত্ত্ব বাণি চাহ তুমি মনে গুণি
জদি থাকে জীবন হবিলাস।
উলটিয়া জোগধর আপনার রক্ষা কর
গুরুর বাক্ষ কর স্বোহরণ।
উলটিয়া ভাব আপন ত্রিপিনিতে দেয় মন
খালী দ্বার ভরিতে কারণ॥

কহে সেক ফয়ুল্লাএ সোন গুরু মিন্যরাএ
এবে আগে চিন্তি কর সার ॥

পএআর ছন্দ—

গ্রোক্ষের বচন সুনি ঈশ্বর মিন্যাই।
পুনরপি সিদ্ধা পুত্র কহেন্ত বুজাই।
জে কিছু কহিলা পুত্র জদি গ্রোক্ষআই।
উলটিয়া সাধিতে জোগ গাএ বল নাই ॥

২৫।খ ও ২৬।ক পৃঃ

৪৩৪ নং পুঁথির ভণিতা

(ক)

মন দিয়া সুন ভাই ফয়ুল্লার বাণি।
রচিল জে গোর্খের বিজএ তত্তের কাহিনী ॥
মাতা পিতা পির গুরু একমনে মানি।
সুনিয়া রচিল জোগতত্তের কাহিনী ॥
লিখিতে পাপিষ্ট এক সুন সভাভরি।
গোর্খের বিজএ কতা কি লিখিতে পারি ॥
পড়ুয়ার ঠাই কই বিনয় বচন।
সুসার করিবা পুনি অশুদ্ধ লিখন ॥
পড়ুয়া পণ্ডিত তুমি গ্যানবন্ত য়তি।
সুচরিতে লিখিবারে কি মর শকতি ॥
লিখিতে পাপিষ্ট মত্তি কি লিখিতে জানি ॥
মন দিয়া সুন মির পয়ুল্লার বানি ॥

১।ক পৃঃ

(খ)

গোর্খের বিজএ বাণি কি লিখিতে য়ামি জানি
রচিয়াছে এ মির ফয়ুল্লা।
এ মির ফয়ুল্লার বাণি রছিয়াছে জোগধনি
একমনে সুনিবা শ্রবনে ॥

৬।ক পৃঃ

(গ)

আমার বচনে নাথে চল মোর ঘরে।
নিশ্চিন্তে থাকিবা তুমি কে মারিতে পারে॥
মন দিয়া সোন মির পযুল্লার বাণি।
রচিয়াছে জোগ কতা তন্ত্রের কাহিনী॥

১৩।ক পৃঃ

(ঘ)

গোর্খের বিজএ বাণি রচিয়াছে জোগধনি
একমনে স্নিবা শ্রবনে॥

১৮।ক ও ১৯।ক পৃঃ

৫১৫ নং পুঁথির ভণিতা

(ক)

মন দিয়া সুন মির ফযুল্লার বাণি।
রচিল গোর্খের বিজই তন্ত্র কাহিনী॥

৬৩১ নং পুঁথির ভণিতা

(ক)

মির ফযুল্লার বাণি সুন দিয়া মন।
নছিবের লেখা কভু না জাএ খণ্ডন॥

৫।খ পৃঃ

(খ)

কহে মির ফযুল্লা সবাএ।
ফযুল্লার স(া)ইর ধনি আবুল হোছেন জারি
কৌসলে কইনি বিত্যানে॥
আবুল হোছেনের ঘর বিক্রমপুর গেরামের পর
জাদ্ধিরিজিল্লা জান কাছে॥

৬।ক পৃঃ

(গ)

মন দিয়া সোন মি(র) ফযুল্লার বাণী।
রছিআছে জোগের তত্যের কাহিনী॥

৯।ক পৃঃ

(ঘ)

গোক্ষের বিজএ বাণি রছি...চে জোগধনি
একমনে সুনিবা স্রবনে ॥

১৩।ক পৃঃ

(ঙ)

গোর্কের বিজএ বাণি রচিআছে জোধনি
একমনে সুনিবা স্রবনে ॥

১৭।ক পৃঃ

'রছিয়াছে মির ফযুল্লাএ', 'রচিয়াছে জোগধনি' (যোগ ধ্যানী?), 'মির ফযুল্লার বাণি', 'কএ মির ফযুল্লাএ'—ভণিতায় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৬৫ নং পুঁথির খ, গ, ঘ, ৮৩ নং পুঁথির খ, ঘ, ঙ, চ, ৪৩৪ নং পুঁথির খ, ঘ এবং ৬৩১ নং পুঁথির ঘ, ঙ স্থানগুলিতে জোগধনি, জোগধানী, জোগদ্ধনি, জোগদ্ধানি, জোধনি শব্দগুলি যে একই শব্দ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অনুলেখকের অজ্ঞতার দরুন একই শব্দটি বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। 'রচিয়াছে' শব্দের পরে জোগধনি শব্দটি থাকায় ধারণা হইতে পারে যে, ফয়জুল্লা যেমন একজন কবি জোগধনিও তদ্রূপ একজন কবি ছিলেন। বস্তুত, ইহা 'যোগধ্যানী' শব্দেরই বিকৃত রূপ।

এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লার কি পদবী ছিল। তিনি শেখ বা মীর উপাধিধারী ছিলেন অথবা হীন উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন।

আমার সংগৃহীত ৩৯৬ নং পুঁথি খানির রচয়িতা হীন ফয়জুল্লা। খণ্ডিত পুঁথিটির মাত্র ১-১৪, ১৬-২২ পত্র পাওয়া গিয়াছে। উহাতে তিনটি ভণিতা আছে এবং তিনটিই হীন ফয়জুল্লার। পুঁথিখানির প্রথমে লিখিত আছে পুস্তক সুলতান জমজমা। পুঁথিতে হযরত রছুলুল্লাহ ও হযরত মুছা পয়গম্বরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথি যদি সম্পূর্ণ উদ্ধার হইত তখন হয়ত বলা সম্ভবপর হইত যে কবি হীন উপাধি ছাড়া আর কোন উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা? কবি ফয়জুল্লার গোরক্ষ বিজয় ছাড়া আর কোন পুঁথি এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই। তবে ফয়জুল্লা নামধারী কবির সুলতান জমজমার পুঁথি আবিস্কৃত

হওয়ায় ফয়জুল্লা-সমস্যা আরও জটিল হইতেছে। আমরা এই পুঁথিখানি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে আশা রাখি। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবের সপ্তম পুঁথিখানির ভণিতা হীন ফয়জুল্লার। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিতে আর কোথাও হীন ফয়জুল্লার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কবি হয়ত বিনয় প্রকাশ করিতে যাইয়া হীন উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন অথবা অনুলেখক অসতর্ক হইয়া একখানি পুঁথির একটি মাত্র ভণিতায় হীন উপাধি যুক্ত করিয়াছে।

আমার সংগৃহীত ৭ খানি গোরক্ষ বিজয়ের পুঁথির ভণিতাগুলি আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ফয়জুল্লা কি উপাধি ধারণ করিতেন।

৬১ নং পুঁথির ৪টি, ৮৩ নং পুঁথির ৫টি ও ৫১৫ নং পুঁথির একটি ভণিতা আছে। এই ভণিতাগুলিতে একমাত্র মীর ফয়জুল্লার নামই রহিয়াছে। ৪৩৪ নং পুঁথির ৩টিতে মীর ফয়জুল্লার ও একটিতে শুধু ফয়জুল্লার নাম দেখা যায়। ২৩৮ নং পুঁথির একটি মাত্র ভণিতা এবং তাহা শেখ ফয়জুল্লার। ৩০৯ নং পুঁথির ৪টি ভণিতার মধ্যে প্রথম তিনটি মীর ফয়জুল্লার ও শেষ ভণিতাটি শেখ ফয়জুল্লার। ৬৩১ নং পুঁথির তিনটি ভণিতা মীর ফয়জুল্লার ও একটি ভণিতা জারী-গায়ক আবুল হোসেনের। এই জারী গায়কের ভণিতাটির দ্বারা দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম বিষয় হইল গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনীও জারী গান রূপে এদেশে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশে জারী গান মুসলমানদের সৃষ্টি। গোরক্ষ বিজয়ের বিষয়বস্তু লইয়া মুলসমানেরা জারী গানও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের জারী-গায়কগণও জানিতেন যে, গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লা মীর উপাধিধারী ছিলেন।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আমার সংগৃহীত ৭খানি পুঁথির ভণিতায় নামের সংখ্যা মোট ২১টি। তন্মধ্যে মাত্র ২টি স্থানে শেখ ফয়জুল্লার নাম ও ১৯টি স্থানে মীর ফয়জুল্লার নাম রহিয়াছে। আরও দেখুন ৮৩ নং পুঁথির 'ছ' স্থান ও ২৩৮ নং পুঁথির 'ক' স্থানের ভণিতাটি হুবহু একই ভণিতা। ৮৩ নং পুঁথিতে মীর শব্দটি, অথচ ২৩৮ নং পুথিতে শেখ শব্দটি রহিয়াছে। অতএব শেখ শব্দটিতে কি সন্দেহ আসে না? শেখ ভণিতার দ্বিতীয় রহস্য দেখুন। ৮৩ নং পুঁথির 'চ' স্থান, ২৩৮ নং পুঁথির 'খ' স্থান

(ঘ)

গোক্ষের বিজএ বাণি রছি...চে জোগধনি
একমনে স্থনিবা শ্রবনে ॥

১৩।ক পৃঃ

(ঙ)

গোর্কের বিজএ বাণি রচিআছে জোধনি
একমনে স্থনিবা শ্রবনে ॥

১৭।ক পৃঃ

'রছিয়াছে মির ফযুল্লাএ', 'রচিয়াছে জোগধনি' (যোগ ধ্যানী ?), 'মির ফযুল্লার বাণি', 'কএ মির ফযুল্লাএ'—ভণিতায় এইভাবে বণিত হইয়াছে। ৬৫ নং পুঁথির খ, গ, ঘ, ৮৩ নং পুঁথির খ, ঘ, ঙ, চ, ৪৩৪ নং পুঁথির খ, ঘ এবং ৬৩১ নং পুঁথির ঘ, ঙ স্থানগুলিতে জোগধনি, জোগধানী, জোগদ্ধনি, জোগদ্ধানি, জোধনি শব্দগুলি যে একই শব্দ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অনুলেখকের অজ্ঞতার দরুন একই শব্দটি বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। 'রচিয়াছে' শব্দের পরে জোগধনি শব্দটি থাকায় ধারণা হইতে পারে যে, ফয়জুল্লা যেমন একজন কবি জোগধনিও তদ্রূপ একজন কবি ছিলেন। বস্তুত, ইহা 'যোগধ্যানী' শব্দেরই বিকৃত রূপ।

এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লার কি পদবী ছিল। তিনি শেখ বা মীর উপাধিধারী ছিলেন অথবা হীন উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন।

আমার সংগৃহীত ৩৯৬ নং পুঁথি খানির রচয়িতা হীন ফয়জুল্লা। খণ্ডিত পুঁথিটির মাত্র ১-১৪, ১৬-২২ পত্র পাওয়া গিয়াছে। উহাতে তিনটি ভণিতা আছে এবং তিনটিই হীন ফয়জুল্লার। পুঁথিখানির প্রথমে লিখিত আছে পুস্তক স্থলতান জমজমা। পুঁথিতে হযরত রছুলুল্লাহ ও হযরত মুছা পয়গম্বরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথি যদি সম্পূর্ণ উদ্ধার হইত তখন হয়ত বলা সম্ভবপর হইত যে কবি হীন উপাধি ছাড়া আর কোন উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা? কবি ফয়জুল্লার গোরক্ষ বিজয় ছাড়া আর কোন পুঁথি এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই। তবে ফয়জুল্লা নামধারী কবির স্থলতান জমজমার পুঁথি আবিস্কৃত

হওয়ায় ফয়জুল্লা-সমস্যা আরও জটিল হইতেছে। আমরা এই পুঁথিখানি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে আশা রাখি। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবের সপ্তম পুঁথিখানির ভণিতা হীন ফয়জুল্লার। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিতে আর কোথাও হীন ফয়জুল্লার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কবি হয়ত বিনয় প্রকাশ করিতে যাইয়া হীন উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন অথবা অনুলেখক অসতর্ক হইয়া একখানি পুঁথির একটি মাত্র ভণিতায় হীন উপাধি যুক্ত করিয়াছে।

আমার সংগৃহীত ৭ খানি গোরক্ষ বিজয়ের পুঁথির ভণিতাগুলি আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ফয়জুল্লা কি উপাধি ধারণ করিতেন।

৬১ নং পুঁথির ৪টি, ৮৩ নং পুঁথির ৫টি ও ৫১৫ নং পুঁথির একটি ভণিতা আছে। এই ভণিতাগুলিতে একমাত্র মীর ফয়জুল্লার নামই রহিয়াছে। ৪৩৪ নং পুঁথির ৩টিতে মীর ফয়জুল্লার ও একটিতে শুধু ফয়জুল্লার নাম দেখা যায়। ২৩৮ নং পুঁথির একটি মাত্র ভণিতা এবং তাহা শেখ ফয়জুল্লার। ৩০৯ নং পুঁথির ৪টি ভণিতার মধ্যে প্রথম তিনটি মীর ফয়জুল্লার ও শেষ ভণিতাটি শেখ ফয়জুল্লার। ৬৩১ নং পুঁথির তিনটি ভণিতা মীর ফয়জুল্লার ও একটি ভণিতা জারী-গায়ক আবুল হোসেনের। এই জারী গায়কের ভণিতাটির দ্বারা দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম বিষয় হইল গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনীও জারী গান রূপে এদেশে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশে জারী গান মুসলমানদের সৃষ্টি। গোরক্ষ বিজয়ের বিষয়বস্তু লইয়া মুলসমানেরা জারী গানও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের জারী-গায়কগণও জানিতেন যে, গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লা মীর উপাধিধারী ছিলেন।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আমার সংগৃহীত ৭খানি পুঁথির ভণিতায় নামের সংখ্যা মোট ২১টি। তন্মধ্যে মাত্র ২টি স্থানে শেখ ফয়জুল্লার নাম ও ১৯টি স্থানে মীর ফয়জুল্লার নাম রহিয়াছে। আরও দেখুন ৮৩ নং পুঁথির 'ছ' স্থান ও ২৩৮ নং পুঁথির 'ক' স্থানের ভণিতাটি হুবহু একই ভণিতা। ৮৩ নং পুঁথিতে মীর শব্দটি, অথচ ২৩৮ নং পুথিতে শেখ শব্দটি রহিয়াছে। অতএব শেখ শব্দটিতে কি সন্দেহ আসে না? শেখ ভণিতার দ্বিতীয় রহস্য দেখুন। ৮৩ নং পুঁথির 'চ' স্থান, ২৩৮ নং পুঁথির 'খ' স্থান

এবং ৩০৯ নং পুঁথির 'গ' স্থান একই রূপ। উক্ত স্থানগুলির ভাষাও এক। তবে ৮৩ ও ২৩৮ নং পুঁথি দুইখানির উক্ত স্থানগুলিতে শেখ ফয়জুল্লার নামের উল্লেখ নাই; কিন্তু ৩০৯ নং পুঁথির উক্ত স্থানে শেখ ফয়জুল্লার নাম ঢুকিয়া গিয়াছে। আমাদের ধারণা অনুলেখকদের অসতর্কতার দরুনই এই ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

নাথ সিদ্ধাদের জীবনের ঘটনা যে স্থানে ঘটিয়াছে, সেই মেহেরকুল, ত্রিপুরা, কুমিল্লা হইতে আমরা যে পুঁথিগুলি উদ্ধার করিয়াছি তাহার ১৯টি স্থানে মীর ফয়জুল্লার নাম ও মাত্র সন্দেহজনক ২ স্থানে শেখ ফয়জুল্লার নাম পাওয়া যাইতেছে। অতএব চিন্তাশীল পাঠক দেখুন ফয়জুল্লা মীর ছিলেন কি শেখ ছিলেন?

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব ৮ খানি পুঁথির সাহায্যে গোরক্ষ বিজয় সম্পাদন করেন। তিনি গোরক্ষ বিজয়ের ভূমিকার ৬-৮ পৃষ্ঠায় উক্ত ৮ খানি পুঁথিতে যে সকল ভণিতা পাইয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এখন সেই ভণিতাগুলি যাচাই করিবার জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিম্নে বিশারদ সাহেবের আলোচিত ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:

১নং পুঁথি

১ কহেন কবিন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার জে বাণী ॥

২ (ক) কহেন কবিন্দ্র দাসে স্তুন নরগণ।
সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী স্তুন বিবরণ ॥

(খ) কবিন্দ্র বচন স্তুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ॥

৩ গোর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গিত পাচালী করি প্রচারিয়া দিল ॥

২য় পুঁথির ভণিতাগুলি এই :—

১ বলে হীন ভীমদাসে মনে অনুমানি।
স্তুনিয়া রচিলা সিদ্ধার সঙ্কেত যে বাণী ॥

২ কহে মির ফজুল্লাএ শুন রাজা মিন রায়
এবে আপনারে রক্ষা কর।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পিণ্ড রক্ষা কর ॥
৩ কহিলেক ফজুল্লা মনেতে ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া।
৪ কহে সেখ ফজুল্লায় বিচারিয়া পাজী।
স্ত্রীর বিষম মায়া বাদি আর বাজী ॥

৩য় পুঁথির ভণিতাগুলি এই :—

১ বোলে কবি ভীমদাসে মনে অনুমানি।
সুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধা সবের কাহিনী ॥
২ কহে সেখ ফাজুল্লাএ শুন গুরু মীন রায়
এবে আপনা চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পিণ্ড রৈক্ষা কর ॥
৩ কহে সেখ ফাজুল্লাএ মনেত ভাবিআ।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া ॥
৪ কহে সেখ ফাজুল্লাএ বিচারি মন পাজ্জি।
স্ত্রীর বিষম মায়া জানে হাসি বাজ্জি ॥

৪র্থ পুঁথির ভণিতাগুলি এই :—

১ কহে হিন্দু ভিম দাসে মনে অনুমানি।
সুনিয়া আসিলাম আমি সিদ্ধার জবানি ॥
২ কহে সেক ফজুল্লা বিচারি মন পাজ্জি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জানে হাসি বাজ্জি ॥

৫ম পুঁথির ভণিতাগুলি এই :—

১ সেন স্যাম দাসে কহে প্রভুরে ভাবিয়া।
কহে গোর্খনাথে প্রভু স্থির কর হিয়া ॥
১ কহে মির ফজরল্লা বিচারিয়া পাজি।
স্ত্রীর বিষম মায়া জেন হাসি বাজি ॥

৬ষ্ঠ পুঁথিতে এই ভণিতাটি আছে :—

কহে সেক ফজুল্লাএ সুন গুরু মীন রাএ
আপনার চিন্তা কর সার।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পিণ্ড রৈক্ষা কর ॥

৭ম পুঁথিতে এই ভণিতাটি আছে :—

কহে হিন ফজুল্লাএ মনে অনুমানি।
রচিল সিদ্ধার সঙ্গীত জে বাণী।

৮ম পুঁথিতে এই ভণিতা দুইটি আছে :—

১ কহে সেক কুঙ্গলাএ (ফজুল্লাএ) সুন গুরু মিন রাএ
জবে আপনা চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পুনি রৈক্ষ্যা কর ॥

২ কহে সেক কুজল্লাএ (ফজুল্লাএ) বিচারি মন পাজি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জান হাসি বাজী ॥

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব প্রথমোক্ত তিনখানি পুঁথির সাহায্যে 'গোরক্ষ-বিজয়' সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরে আরও পাঁচখানি পুঁথি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল এবং সম্পাদনকার্যে তিনি সেগুলির সাহায্যও লইয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলিতে ২টি মীর ফয়জুল্লার ২টি ফয়জুল্লার (উপাধি ছাড়া), একটি হীন ফয়জুল্লার ও বাকী ৮টি শেখ ফয়জুল্লার ভণিতা রহিয়াছে। তাঁহার সংগৃহীত এই ৮ খানি পুঁথিতে ফয়জুল্লা নামীয় কবির ভণিতা-সংখ্যা মোট ১৩টি।

তাঁহার আদর্শ ১নং পুঁথি খানির ভণিতায় ফয়জুল্লা নামের সঙ্গে কোন উপাধি নাই। দ্বিতীয় আদর্শ পুঁথি খানির প্রথম ভণিতাটি মীর ফয়জুল্লার এবং তাহার পরের ভণিতাটি ফয়জুল্লার (নামের সঙ্গে কোন উপাধি নাই) এবং তৃতীয় বা শেষ ভণিতাটি শেখ ফয়জুল্লার। আদর্শ পুঁথির প্রথম দুইখানিতে ফয়জুল্লা নামের সঙ্গে একটি মাত্র ভণিতা এবং তাহাও সর্বশেষ ভণিতা হওয়ায় কবি ফয়জুল্লা

যে শেখ ছিলেন তাহা কি দুর্বল হইতেছে না? অধিকন্তু শেখ উপাধির পূর্বে মীর উপাধি থাকায় কবি ফয়জুল্লা যে মীর বংশীয় ছিলেন তাহা কি অধিকতর প্রবল হইতেছে না?

তাঁহার আদর্শ ১ নং পুঁথিখানা ত্রিপুরা জিলার চৌদ্দগ্রাম থানা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ('গোরক্ষ বিজয়ে'র ভূমিকা, ২০ পৃঃ)। উক্ত পুঁথিখানা যে' ত্রিপুরা জিলায় লিখিত হইয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সংগৃহীত ২য় ও ৩য় পুঁথি চট্টগ্রামে লিখিত হইয়াছিল। চতুর্থ পুঁথিখানা কলিকাতার শিবতলায় লিখিত হইয়াছিল এবং লেখকের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের পটিয়া নামক স্থানে। অতএব চতুর্থ পুঁথিখানাও চট্টগ্রামের ধরা যায়। বাকী পুঁথিগুলি অর্থাৎ ৫-৮ নং পুঁথিগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা সাহিত্য-বিশারদ সাহেব বলেন নাই। তিনি তাঁহার সংগৃহীত অধিকাংশ পুঁথি চট্টগ্রাম হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আদর্শ ১নং পুঁথিখানা যে ত্রিপুরা জিলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আর কোন পুঁথি যদি অন্য জিলা হইতে সংগ্রহ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহা উল্লেখ করিতেন। অতএব তিনি এই পুঁথিগুলি যে চট্টগ্রাম হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে চট্টগ্রামের লিখিত পুঁথিগুলিতে শেখ ফয়জুল্লার ভণিতাই অধিক অর্থাৎ ৮টি।

আমার সংগৃহীত পুঁথিগুলি কুমিল্লা জিলা হইতে সংগৃহীত। নাথ সাহিত্যের সিদ্ধাদের স্মৃতি-বিজড়িত মেহারকুল, পাটিকারা, লালমাই, ময়নামতী পাহাড় এই কুমিল্লায়ই অবস্থিত। এই স্থানের জনসাধারণ নাথ সিদ্ধাদের কীর্তি-কাহিনীর সঙ্গে চির পরিচিত। নাথ সিদ্ধাদের কাহিনী লইয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অধিকাংশই এখান হইতে উদ্ধার হইয়াছে। স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ময়নামতী পাহাড় সংলগ্ন তালতলা গ্রাম হইতে 'মীনচেতনের' প্রাচীন কলমী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি উহা সম্পাদন করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২২ সনে প্রকাশিত করেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ দাস ও ভট্টশালী মহাশয় কবি ভবানীদাসের 'ময়নামতীর পুঁথি'ও এই কুমিল্লা হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৩২১ সালে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রে'র যে সংস্করণ বাহির হইয়াছিল তাহার 'ক' আদর্শ পুঁথিখানি সাহিত্যবিশারদ মরহুম আবদুল করিম সাহেব ময়নামতী পাহাড়ের নিকটবর্তী হরিন্ধরা গ্রামের শোভন গাজী নামক

শিক্ষকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন (ভট্টশালী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', ৭৪ পৃঃ) সাহিত্যবিশারদ সাহেবের গোরক্ষ বিজয়ের আদর্শ ১নং পুঁথিখানিও এই ত্রিপুরা (অধুনা কুমিল্লা) জিলার চৌদ্দগ্রাম হইতে সংগৃহীত। উত্তর বঙ্গ হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 'ময়নামতীর গাথা' ও গ্রীয়ারসন্ সাহেব যে 'ময়নামতীর গান' উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা যুগী জাতীয় গায়কদের আবৃত্তি শুনিয়াই সংগ্রহ করেন। উত্তর বঙ্গ হইতে একমাত্র ভট্টশালী মহাশয় আবদুস সুকুর মুহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে'র কলমী পুঁথি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী হইতে পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় 'গোরক্ষ বিজয়' সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয় আমাদের হাতের কাছে না থকায় থাকায় উক্ত পুঁথিখানি কোন পরগণায় লিখিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিলাম না। এখন দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশ নাথ সাহিত্য ত্রিপুরায় লিখিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই সাহিত্যের অধিকাংশ কবিই এই ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন।

আমার সংগৃহীত ৭ খানি পুঁথিই ত্রিপুরা (অধুনা কুমিল্লা) জিলা হইতে সংগৃহীত এবং এই পুঁথিগুলি ত্রিপুরার অনুলেখকগণই লিখিয়াছিলেন। এই সাতখানি পুঁথির ২১টি ভণিতার মাত্র সন্দেহজনক দুইস্থানে ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে শেখ উপাধি যুক্ত হইয়াছে। বাকী ১৯টি ভণিতায় মীর উপাধি রহিয়াছে। অপরপক্ষে দেখা যায় সাহিত্যবিশারদ সাহেবের সংগৃহীত পুঁথিগুলির ৮টি ভণিতায় ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে শেখ উপাধি ও ২টি ভণিতায় মীর উপাধি যুক্ত হইয়াছে। পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, যে স্থান হাড়িপা, গোরক্ষনাথ, মীননাথ, গোপীচাঁদ, ময়নামতীর জীবন কাহিনীর স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত ও যে স্থান হইতে অধিকাংশ নাথ সাহিত্য উদ্ধার হইয়াছে, সেস্থানের অনুলেখকগণকে অবিশ্বাস করা সমুচিত হইবে কি না।

মুসলমান সমাজে মীর একটি বংশগত উপাধি। শেখ উপাধি বংশগত নহে। যে কোন সম্ভ্রান্ত বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধলোককেই শেখ আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। হয়ত কোন হিন্দু লেখক এই পার্থক্য করিতে পারেন নাই এবং হিন্দুরা মুসলমানকে শেখ বলিতে অভ্যস্ত থাকায় এই গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছে। সাহিত্যবিশারদ সাহেব নিজেও 'গোরক্ষ বিজয়ে'র ভূমিকার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "যতগুলি প্রতিলিপি পাইয়াছি সবগুলিই হিন্দুর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি মুসলমানের এবং একটি বৌদ্ধের লেখা; আর সবগুলিই হিন্দু প্রতিলিপিকারকের হস্তলিখিত।" অপর পক্ষে আমার সংগৃহীত ৬খানি পুঁথির লিখক মুসলমান ও একখানা পুঁথিতে লিখকের নাম নাই।

উপরিউক্ত আলোচনা ভিত্তি করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ফয়জুল্লার উপাধি মীর ছিল ; তিনি শেখ ছিলেন না।